বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং ১৭/২০১৮ তারিখঃ ২৬/০৮/২০১৮ খ্রীঃ

বিষয়ঃ লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণ প্রদানের নীতিমালা ও নিয়মাচার।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ভিত্তিক বিভিন্ন সেক্টরে ঋণ বিতরণ করে আসছে। লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালন ও বাজারজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত যেমন লাভজনক তেমনি এর বাস্তবায়ন সহজসাধ্য। ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক পরিবার মুরগি প্রতিপালন করে থাকে। সম্প্রতিককালে শহরেও অনেকে মুরগি পালন করে থাকে। মুরগি পালনকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য অর্থায়ন প্রয়োজন। এ খাতে চাহিদা মোতাবেক বিনিয়োগ করা হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আমিষ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির প্রোটিন চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৯/০৮/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭১৬ তম সভার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালনের জন্য ঋণের (মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণ) বিষয়ে নীতিমালা ও নিয়মাচার নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

০২। ঋণের উদ্দেশ্যঃ

দেশের বিপুল সংখ্যক কৃষক পরিবার/ব্যক্তিবর্গকে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি তথা মুরগি পালনের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ , উদ্যোক্তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও ব্যাংকের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ।

০৩। ঋণের প্রকৃতি ঃ

সারা বছর মুরগি পরিপালন করা যায় এমন অবকাঠামো বিদ্যমান আছে সে ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে মেয়াদি অথবা চলতি মূলধন ঋণ আকারে এ ঋণ প্রদান করা যাবে। মেয়াদি ঋণ মঞ্জুরি ক্ষেত্রে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার বিনিয়োগ অনুপাত হবে ৬০ঃ৪০। চলতি মূলধন ঋণ আকারে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও উদ্যোক্তার বিনিয়োগের অনুপাত হবে সর্বোচ্চ ৭০ঃ৩০। মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রান্তিক খামারীদেরকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে।

০৪। ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতাঃ

বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েলের ২.০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কৃষক/ব্যক্তিবর্গ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ অগ্রাধিকার পাবে। এছাড়া, সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী ও প্রান্তিক খামারিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

০৫। ঋণের মাত্রা (নর্মস)ঃ

মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের আওতায় লেয়ার মুরগি পালনের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫/০৭/২০১৮ তারিখের জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট এসিডি সার্কুলার নং-০১ এ বিবৃত নর্মস মোতাবেক ঋণ মঞ্জুরি করা যাবে যা সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালার আওতায় পরিবর্তিত হবে। প্রাক্কলিত খরচ একক হিসেবে ধরে বিভিন্ন আয়তনের/সাইজের খামার এর ঋণের পরিমাণ নিরুপণ করতে হবে। মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ঘর তৈরি ও খাঁচা বাবদ খরচ অর্ন্তভূক্ত করে ঋণের পরিমান হবে সর্বোচ্চ ৬০%। চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ঘর তৈরি ও খাঁচা বাবদ খরচ বাদ দিয়ে প্রদত্ত মোট উৎপাদন খরচের ৭০% পরিচালন ব্যয় হিসেবে চলতি মূলধন আকারে ঋণ প্রদান করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫/০৭/২০১৮ তারিখের জারীকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট এসিডি সার্কুলার নং-০১ এ বিবৃত নর্মস এর আওতায় প্রতি ১০০০ টি লেয়ার মুরগি পালনের (১৮০ দিন পর্যন্ত) জন্য ব্যয়ঃ

চলমান পাতা-০২

ক্রঃ নং	খরচের বিবরণী	টাকা
ক)	ঘর তৈরি বাবদ (কেবল মাত্র মেয়াদি ঋণের জন্য)	৫,৬০,০০০/-
খ)	খাঁচা ক্রয় বাবদ (কেবল মাত্র মেয়াদি ঋণের জন্য)	২,২৫,০০০/-
গ)	বাচ্চা ক্রয় বাবদ	৫৫,০০০/-
ঘ)	খাদ্য ক্রয় বাবদ	৪,৯৫,০০০/-
ঙ)	খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র ক্রয় বাবদ	১৫,০০০/-
চ)	টিকা, ঔষধ ও ভিটামিন ক্রয়	৮০,০০০/-
ছ)	বিদ্যুৎ খরচ (৬ মাসের জন্য)	৩০,০০০/-
জ)	শ্রমিক বাবদ ((৬ মাসের জন্য)	৬০,০০০/-
ঝ)	অন্যান্য খরচ/বিবিধ	৩০,০০০/-
	মোটঃ	১৫,৫০,০০০/-

লেয়ার মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন ঋণ নিরূপনের ক্ষেত্রে ঘর নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো ব্যয় উদ্যোক্তার নিজস্ব উৎস হতে বিনিয়োগ করতে হবে।

০৬। ঋণের আবেদন ফরমঃ

জামানতবিহীন ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রচলিত শস্য ঋণের ফরম (এল, এফ-৬) এবং বন্ধকি ঋণের জন্য ফরম (এল, এফ-২) ব্যবহার করতে হবে। যে সকল ঋণ চলতি মূলধন ঋণের আদলে প্রদান করা হবে সে ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের ফরম (এল, এফ-৮) ব্যবহার করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য, প্রক্রিয়াকরণ ফি,সার্চ ফি এবং এ্যাপ্রাইজাল ফি অন্যান্য ঋণের মত প্রচলিত নিয়মে গ্রহণ করতে হবে।

০৭। ঋণের জামানতঃ

(ক) ৩.০০ লক্ষ টাকা উর্ধ্বের ঋণাংকের জন্য অন্যান্য বন্ধকি ঋণের ন্যায় প্রচলিত নিয়মে ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত গ্রহণ করে বন্ধকি দলিলসহ অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে। ঋণে ক্রয়কৃত মুরগিসমূহ ঋণটি সুদে আসলে পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট দায়বন্ধক থাকবে। এ ব্যাপারে হাইপোথিকেশন দলিল (এল, এফ-৫৫) সম্পাদন করতে হবে।

(খ) তবে, ৩.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণের বিষয়টি শিথিল হবে অর্থাৎ সহায়ক জামানত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল নিয়মাবলীসহ নিম্নোক্ত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবেঃ

(১) মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঘর ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব জমিতে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে এবং তা শাখার মাঠকর্মী ও ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

(২) খামারের ভূমি স্বত্ব উদ্যোক্তার হতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করণের নিমিত্তে খামার/বাড়ী/ চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহীত দলিলাদি/কাগজ পত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরি পত্রে উল্লেখ করতে হবে;

(৩) সুদসহ ঋণাংকের পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের ক্রস চেক গ্রহণ করতে হবে;

(৪) নির্ধারিত দেয় তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(৫) উক্ত দলিলাদি ছাড়াও মেয়াদি/ চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য দলিলাদি সম্পাদন করতে হবে;

(৬) একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে জামানত বিহীন ঋণ একীভূত করে কোন অবস্থাতেই ৩.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

চলমান পাতা-০৩

০৮। ঋণ আবেদনের মূল্যায়নঃ
ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী।

০৯। ঋণ ঝুঁকি নির্ণয়ঃ
ব্যাংকে বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুসারে ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং ম্যানুয়েলের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

১০। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা ঃ
পর্ষদ সচিবালয় বিভাগের পরিপত্র নং-পসবি-০১/২০১৬ তারিখঃ০১/০২/২০১৬ মোতাবেক ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

১১। ঋণের সুদের হারঃ
মেয়াদি ও চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদ হার ৯% প্রযোজ্য হবে যা ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হারের সাথে পরিবর্তিত হবে।

১২। ঋণের দলিলায়নঃ
মেয়াদি ঋণ ও চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে ঋণ ম্যানুয়েল অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় দলিলায়ন সম্পাদন করতে হবে।

১৩। ঋণ বিতরণঃ
মেয়াদি মঞ্জুরিকৃত ঋণ কমপক্ষে দুই কিস্তিতে বিতরণ করতে হবে। প্রথমে ঘর ও খাঁচা ক্রয় করার পর বাচ্চা ক্রয়ের জন্য ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী কিস্তির টাকা বিতরণযোগ্য হবে। সমুদয় টাকা বিতরণের সাত দিনের মধ্যে মাঠ কর্মী কর্তৃক সদ্ব্যবহার যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদন ব্যবস্থাপকের নিকট দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে দাখিলকৃত যাচাই প্রতিবেদনের সঠিকতা শাখা ব্যবস্থাপক সরেজমিনে যাচাই করে যাচাই প্রতিবেদনটি ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করবেন। চলতি মূলধন ঋণ প্রচলিত নিয়মে বিতরণ করতে হবে।

১৪। ঋণের হিসাব খাতঃ
মেয়াদি মুরগি পালন ঋণ-১০২ এবং চলতি মূলধন আকারে প্রদত্ত ঋণ-১০১৪ খাতে যথারীতি হিসাবভুক্ত করতে হবে। তবে ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়লে ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মে মেয়াদোত্তীর্ণ হিসাবের খাতে পরিবর্তিত হবে।

১৫। ঋণ আদায়/পরিশোধ পদ্ধতিঃ
ক) মেয়াদি ঋণঃ
মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ কাল সর্বোচ্চ ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড সহ ৩৬ (ছত্রিশ) মাস বা তিন বছর। বাস্তবতার নিরিখে ঋণ আদায়ের কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদি ঋণের ক্ষেত্রে ঘর তৈরি ও খাঁচা বাবদ খরচ অর্ন্তভূক্ত করে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নিরূপন করতে হবে।

খ) চলতি মূলধন ঋণঃ
লেয়ার মুরগি পালনের জন্য উৎপাদন খরচ চলতি মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান করা যাবে। সারা বছর উত্তোলন সুবিধাসহ এ ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণের সকল নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে। চলতি মূলধন ঋণের জন্য সমন্বয়চক্রে ছয় মাস বা বছরে ২ বার । মেয়াদ শেষে পরবর্তী বছরের জন্য ব্যাংকের বিদ্যমান নিয়মানুসারে নবায়ন করা যাবে।

১৬। তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ ঃ
শাখার মাঠকর্মী, শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে আদায় নিশ্চিতকরণসহ, তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এ খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সম্ভাবনাময় এ খাতে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে এ ধরনের ঋণ সময় সময় পরিদর্শন করে শাখা ও উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ঋণদান জোরদারকরণ ও উদ্যোক্তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতি অঞ্চলে এ খাতে নতুন গুনগত মান সম্পন্ন ভাল ঋণ বিতরণ করতে হবে।

চলমান পাতা-০৪

১৭। পরিদর্শন ও যাচাই ঃ

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শন কালে এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণ সমূহের মঞ্জুরি ও বিতরণের যথার্থতা পরীক্ষা/পর্যালোচনা করবেন। তাছাড়া ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতে হবে।

১৮। প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

ব্যাংক শাখাসমূহ এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। এ কর্মসূচির আওতায় শাখা কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের শাখা/অঞ্চলওয়ারী অগ্রগতির প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম/অঞ্চল	ঋণ বিতরণ		আদায়যোগ্য ঋণ		আদায়কৃত ঋণ		শ্রেনীকৃত ঋণ		অনাদায়ী ঋণস্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ

১৯। উপরে বর্ণিত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করে লেয়ার মুরগি (ডিম উৎপাদনের জন্য) পালন খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সফলভাবে অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

২১/০৮/১৮

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ
ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯

নং-প্রকা/ ক্রেঃ বিঃ-১/৩(৭)/২০১৮-১৯/ ১৩৩ (১২৫০) তারিখঃ - ঐ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১/২/৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর,বিকেবি, প্রধান কার্যালয়/ বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ / স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি ,স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ , কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
উপরোক্ত পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
০৮। উপ-মহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখাসমূহ।
০৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

২১.০৮.২০১৮

(মনির উদ্দিন)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩